সংবাদ

19 APR 2003

রংপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বেহাল অবস্থা ॥ ৬ মাস অনুপস্থিত ৫ শিক্ষক

রংপুর থেকে লিয়াকত আলী বাদল : উত্তরাঞ্চলের অন্যতম চিকিৎসা কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রংপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। ৫ জন শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত রয়েছেন। তারা মাসের শেষে বেতন উত্তোলন করছেন অথচ কর্মস্থানে থাকছেন না। ফলে একদিকে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার দারুণ ব্যাঘাত ঘটছে অন্যদিকে হাসপাতালে রোগীরা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। কর্তব্যরত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত। ক্লিনিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। হাসপাতালে রোগী চিকিৎসা নিতে এলে দালালদের খপ্পরে পড়ে প্রাইভেট ক্লিনিকে ভর্তি হতে বাধ্য হয়। সহায়-সম্বলহীন অনেক রোগী বাধ্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। ৮/১০ দিনের নিচে কোন অপারেশন হয় না। অনেক সময় একমাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। জরুরি অপারেশন করতেও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। হাসপাতালে রোগীদের গজ-ব্যান্ডেজ থেকে শুরু করে সুতা পর্যন্ত বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। ২/৪টি ট্যাবলেট ছাড়া কোন ওষুধ সরবরাহ করা হয় না।

প্যাথলজি বিভাগের চিকিৎসক এবং টেকনিশিয়ানরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে সবসময়। ফলে রোগীদের প্যাথলজি পরীক্ষা হয় না বললেই চলে। খাবারের মান এতটাই নিম্নমানের যে, তা সুস্থ মানুষের পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়। চরম অনিয়ম, দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য হচ্ছে এ হাসপাতালটি। রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের কোটি মানুষের একমাত্র স্পেশালাইজড হাসপাতালটি এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ৫ জন শিক্ষক

অবস্থা : পৃঃ ১১ কঃ ৪

অবস্থা : বেহাল

(১২ পৃষ্ঠার পর)

দীর্ঘদিন ধরে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অনুপস্থিত রয়েছেন। কর্মস্থলে যোগদান দেখিয়ে ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন। তারা হলেন, রক্ত পরিসঞ্চালন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. প্রদীপেশ, নাক, কান ও গলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. মোহসীন, সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. আতিকুর রহমান, অর্থোপেডিক্স সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মো. সাইফুল ইসলাম এবং চর্ম ও যৌন বিভাগের বিভাগীয় অধ্যাপক ডা. মো. সিরাজুল ইসলাম। কলেজ সূত্রে জানা গেছে, এই ৫ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ৬ মাস আগে বদলি হয়ে এখানে যোগদান করে শুধুমাত্র মাসের প্রথম দিকে এসে হাজিরা খাতায় সই করেন।

এ ব্যাপারে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক সাংবাদিকদের জানান, হাসপাতাল তার অধীনস্থ হলেও শিক্ষকরা কলেজের অধ্যক্ষের অধীনে। ফলে তিনি কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন না।

অপরদিকে কলেজের অধ্যক্ষ ৫ শিক্ষক যোগদান করেছেন এবং তারা কলেজে না আসার কথা স্বীকার করে আর মন্তব্য করতে রাজি হননি।